তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৭ মে ২০১৮ সাত

ঝাঁঝাল ঝুমা বউদি

ভাত মেরেছেন স্বস্তিকা শ্রীলেখা পাওলির

সুযোগ পেলেন না বাংলায়। সোজা মুম্বই। সুবিধে হল না সেখানেও। জ্যোতিষী পরামর্শে 'অন্তরা' থেকে 'মোনালিসা'। ভাগ্য খুলল। ডাক এল ভোজপুরি সিনেমায়। সোয়া একশো সিনেমায় অভিনয় করা সেই মেয়ে এখন বাজি মারছেন ঝুমা বউদির চরিত্রে। প্রয়োজনে আরও 'বোল্ড' হতে তাঁর দ্বিধা নেই। খুল্লমখুল্লা মোনালিসা অন্তরা বিশ্বাস

মুখোমুখি উপালি মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন ঃ 'হইচই' ওয়েব সিরিজ, 'দুপুর ঠাকুরপো', 'ঝুমা বউদি' এবং বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে ফেরা--অন্তরা সেলিব্রেশন করছেন?

অন্তরা ঃ (উচ্ছ্বসিত গলায়) অনেক দিন ধরে বাংলায় ফিরতে চাইছিলাম। সেটা যে এত বড়ো একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হবে, ভাবতেই পারিনি। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, এসভিএফ এবং হইচই প্ল্যাটফর্ম ইতিমধ্যেই 'দুপুর ঠাকুরপো'কে হিট করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, আমার ঘাড়ে বিশাল দায়িত্ব।

প্রশ্ন ঃ আপনার আগে এই চরিত্রে শ্রীলেখা মিত্রকে বাছা হয়েছিল। জানেন?

অন্তরা ঃ এখানে এসে জানতে পারি। কী বলি বলুন তো? আমায় অফার করা হয়েছে। আমি চরিত্রটি করছি। ব্যস, এটুকুই আমার বক্তব্য।

প্রশ্ন ঃ আগের সিরিজে স্বস্তিকার অভিনয় দেখেছেন?

অন্তরা ঃ ছয়-সাত মাস আগে প্রথমে 'ও বউদি, স্বপ্নসুন্দরী' গানটা দেখিয়েছিল দাদা। ভালো লেগেছিল। তখন দাদার অনুযোগ, তুই এরকম কিছু করতে পারিস না! আমার, দাদার, বাড়ির সবার চাওয়া যে এভাবে ফলবে, কে জানত! 'ঝুমা বউদি' নির্বাচিত হওয়ার পর আগের সিজিনের সবটা থরোলি দেখেছি। যদিও 'উমা বউদি'র থেকে 'ঝুমা বউদি' একদম আলাদা।

প্রশ্ন ঃ কী কী পরিবর্তন দুই 'বউদি'র মধ্যে?

অন্তরা ঃ গল্প, গান, সাজ--সবেতেই আলাদা দুই বউদি। উমা বউদি বাড়ির যে দেওরদের মুন্ডু ঘুরিয়েছিল তাদের রি-হ্যাবে পাঠানো হয়েছে 'বউদিবাজি' ছাড়াতে। সেখানে 'ছোড়দা' (রুদ্রনীল ঘোষ) আছেন সংশোধনের জন্য। 'নারী' তাঁর কাছে এতটাই 'নিষিদ্ধ' যে 'দেবী'দের ছবিও রাখেন না। আমি গ্রামে থাকি। বর ফেলে পালিয়েছে। তাকে খুঁজতে শহরে এসে এই রি-হ্যাবে উঠি। তারপরেই নানা ঘটনা-অঘটন। তাছাড়া, উমা বউদি খুব ফরোয়ার্ড, আউট স্পোকেন। আমি অনেক সফট স্পোকেন। আমার আলাদা স্টাইল। তার জোরেই সমস্ত কাজ হাসিল করি।

প্রশ্ন ঃ হিট সিরিজকে সুপারহিট বানানোর দায় এবার আপনার। কোনো স্পেশাল ওয়ার্কশপ?

অন্তরা ঃ শুরুতে প্রচুর টেনশন করেছি। বুঝতেই পারছিলাম না স্বস্তিকার মতো অভিনেত্রীর সঙ্গে কী করে পাল্লা দেব! চিত্রনাট্য শোনার পরে সামান্য ভরসা পেলাম। তারপর যখন আমার 'লুক' সেট হল, সেই 'লুক' সামনে এল, দেখলাম সবাই পছন্দ করছেন। তাছাড়া, এই সাজে আমায় আগে কেউ দেখেনি। কপালজোড়া টিপ, চওড়া সিঁদুর, মাঝে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ানো, শাড়ি-ডিপ কাট ব্লাউজ--সোশ্যাল মিডিয়ায় এই 'লুক' দেখে সবাই খুব প্রশংসা করছেন। এতে মনের জোর আরও বেড়েছে।

প্রশ্ন ঃ এই সিজিনের 'টুকি' গান হিট। এবারেও কি ভোজপুরি স্টাইলে নাচা-গানা আছে?

অন্তরা ঃ এবারের গানগুলো অন্য স্বাদের। সিজিনে 'হোলি' সং আছে। 'টুকি সং' আছে। 'টুকি' গানের টিজারে সবাই দেখেছেন আমি 'টুকি' বলে বরকে খুঁজছি। যেন ধারেপাশেই কোথাও বর আছে।

প্রশ্ন ঃ সিরিজের দৌলতে স্বস্তিকাকে প্রায়ই 'ও বউদি' ডাক শুনতে হয়েছে। আপনার সঙ্গেও এসব ঘটছে নাকি?

অন্তরা ঃ ব্যাপারটা আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। অনেকে সোশ্যাল সাইটে লিখছেন, 'ও ঝুমা বউদি! কবে আসবে?' হিন্দি, ভোজপুরি ছবির জন্য অন্য ভাষার মানুষও আমায় দেখেন। তাঁরা 'ঝুমা বউদি' হ্যাশ ট্যাগ করে লিখছেন, 'বুঝতে তো পারছি না কিছুই। তবে বোঝার চেষ্টা করব। দেখব।'

প্রশ্ন ঃ কোনোদিন আপনার বর যদি এভাবে ফেলে পালান?

অন্তরা ঃ (হাসি) খুঁজতে বেশি সময় লাগবে না। একই ইন্ডাস্ট্রির তো! ভোজপুরি পর্দার হিরো বাস্তবে জীবনসঙ্গী। ওঁর ভক্তরাই আমার হয়ে খুঁজে এনে দেবে ওঁকে।

প্রশ্নঃ আপনার দেওর আছে? তাঁদের সঙ্গেও কি আপনার 'ঝুমা বউদি'র মতোই সম্পর্ক?

অন্তরা ঃ আমার স্বামীর মাসতুতো ভাইয়েরা আছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সবকিছু তাঁরা আমার সঙ্গে শেয়ার করেন। আর 'ঝুমা বউদি' কিন্তু 'ভালগার' নয়। কমেডির স্বাদে দেওর-বউদির 'টক-ঝাল-মিষ্টি' সম্পর্ককে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ অন্তরা বিশ্বাসের 'মোনালিসা' হওয়ার গল্প বলবেন?

অন্তরা ঃ জ্যোতিষে অন্ধ বিশ্বাস। অনেক বছর আগে যখন মুম্বইতে স্ট্রাগল করছি তখন এক জ্যোতিষী নাম বদলাতে বলেছিলেন। এবং নিউমারোলজিক্যালি এই নামটা খুব শুভ ছিল আমার পক্ষে। তাছাড়া, সেরা হাসি, সেরা ছবি হিসেবে মোনালিসা আজও বিশ্ববিখ্যাত। নামে আলগা চটকও আছে। সবমিলিয়ে নামটা রাখলাম। আর সত্যি সত্যি আমার ভাগ্য ফিরল!

প্রশ্ন ঃ বাঙালি অন্তরা কী করে ভোজপুরি নায়িকা হয়ে গেলেন?

অন্তরা ঃ বাংলা যখন জায়গা দিল না তখন মুম্বই গেলাম। ওখানে কিছু অল্প বাজেটের ছবিতে চান্স পেলাম। তাতে মন ভরে? যেখানে 'বিদ্রোহ' করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি! বাড়ির লোকেরাও সাপোর্ট করত না তখন। তবুও তিন বছর ওই ধরনের কাজ করে গেছি। তারপরেই একদিন ভোজপুরি ছবির জন্য ডাক পেলাম। সেগুলো বড়ো বাজেটের, বড়ো ব্যানারের। তাতে গল্প রয়েছে। ছবিগুলো হিট হল। ১২৫টি ছবিতে ১২৫ রকমের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছি। আস্তে আস্তে মন বসল। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। তবে বাংলায় ফেরার তৃষ্ণা ছিলই।

প্রশ্ন ঃ ভোজপুরি আর বাংলা ছবির পার্থক্য কোথায় কোথায়? 'ঝুমা বউদি' কনসেপ্ট কি ভোজপুরি সিনেমার মতোই?

অন্তরা ঃ ভোজপুরি ছবি একদম 'মশালা' টাইপ। নাচ-গান-ইমোশনে-অ্যাকশনে ভরপুর। বাংলা ছবি এমন নয়। 'ঝুমা বউদি' তো নয়ই। এখানে কমেডি আছে। 'সেক্সি বউদি' ইমেজ আমার। এই টাইপের চরিত্র আগে কখনও করিনি।

প্রশ্ন ঃ এই ধরনের চরিত্র একবার করলে কিন্তু 'টাইপড' হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে...

অন্তরা ঃ আমার তাতে আপত্তি নেই। কারণ, ভার্সেটাইল হতে গেলে সব ধরনের রোল করতে হবে। তাছাড়া, 'সেক্সি বউদি' ইমেজ মন্দ কী?

প্রশ্ন ঃ ভার্সেটাইল অভিনেত্রী হওয়ার জন্য কতটা সাহসী হতে পারেন?

অন্তরা ঃ সাহসী না হলে এত বছর টিকে থাকতে পারি (হাসি)? চরিত্রের প্রয়োজনে, চিত্রনাট্যের খাতিরে 'সাহসী, খোলামেলা' হতে আপত্তি নেই। তার মানে এই নয়, আমি পর্দার বাইরেও তেমনটাই!

প্রশ্ন ঃ এখন বাড়ির লোক খুশি?

অন্তরা ঃ খু-উ-ব (হাসি)। একা মেয়ে মুম্বই গিয়ে সিনে দুনিয়ায় কাজ করছে। যেখানে কোনোকিছু সোজা পথে আসে না। যেখানে এমনি এমনি কাজ মেলে না। যেখানে অনেক অন্ধকার রয়েছে। বাড়ির লোকের চিন্তা তো হবেই। তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তাঁরা খুশি। আর এখন ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরেছে। সবাই নিশ্চিন্ত।

প্রশ্ন ঃ আপনিও কাস্টিং কাউচের শিকার?

অন্তরা ঃ কোথায় কাস্টিং কাউচ নেই! সবকিছু একসঙ্গে 'ঠিক' হওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে জানতে হয়। তাহলেই আপনি টিকে থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ বাংলায় আর কী করছেন?

অন্তরা ঃ কথা চলছে। এখনও ঠিক হয়নি। তবে হবে কিছুদিনের মধ্যে।

প্রশ্ন ঃ মুম্বইতে নতুন কোনো প্রোজেক্ট ঠিক হয়েছে?

অন্তরা ঃ একটা বড়ো বাজেটের প্রোজেক্টে আইটেম নাম্বার করছি। সেপ্টেম্বরে রিলিজ। ছোটোপর্দায় বেশ কিছু ভালো কাজের অফার পেয়েছি। এক্ষুনি নাম বলতে পারব না।

প্রশ্ন ঃ বলিউড এবং বাংলায় পছন্দের নায়ক কে?

অন্তরা ঃ আমার স্বপ্নের নায়ক একজনই। সলমন খান। 'বিগ বস'-এ ওঁর পার্সোনালিটি, অ্যাটিটিউড দেখে ফিদা। সলমনের মতো মানুষ হয় না।

উত্তরের সেলিব্রিটি

একই অঙ্গে সন্ন্যাসী-পরিচালক

আইটি-তে পড়াশোনার পর আর পাঁচটা ছেলের মতো নামি কোম্পানিতে চাকরি পেয়েও বারবার মনে হয়েছিল, ঠিক এর জন্য যেন জন্মাননি! মাস শেষে মোটা বেতন নিয়ে বাড়ি ফিরলেও মাথায় সারাক্ষণ ঋত্বিক ঘটক, 'পথের পাঁচালি'। যখন সিনেমায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত তখন মনে হল, একটু বিরতি দরকার। সঙ্গে সঙ্গে গেরুয়া বসনে সেজে বেরিয়ে পড়লেন অজানার সন্ধানে।

পকেট গড়ের মাঠ। যখন যেখানে পেরেছেন থেকেছেন, খেয়েছেন। বছরখানেক সন্ন্যাসী জীবন কাটিয়ে আবার সিনে দুনিয়ায়। তাঁর পরিচালিত ছবি 'বিসর্গ' মুক্তির অপেক্ষায়।

তিনি অরুণাভ খাসনবিশ। শিলিগুড়িতে জন্ম। বেড়ে ওঠা এই শহরেই। মা-বাবা দুজনেই শহরের নামি শিল্পী। বাড়িতে গান-বাজনার পরিবেশ ছিলই। তাই ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি বাড়তি ঝোঁক অরুণাভ-র। একই সঙ্গে অবচেতনে সিনেমার প্রতি লুকোনো প্রেমও ছিল। তা বলে একেবারে ছবি পরিচালনা! এই ভাবনা কস্মিনকালেও মাথায় আসেনি।

প্রথম পরিবর্তন ১৬ বছর বয়সে। যখন প্রথম 'পথের পাঁচালি' দেখলেন। সিনেমার ভাষা, সত্যজিৎ রায়ের কাজ তাঁকে সিনেমার নেশায় ডুবিয়ে দিল। এরপর ২০ বছর বয়সে এলেন ঋত্বিক ঘটক। গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন পরিচালকের একের পর এক ছবি। যদিও পড়াশোনায় ফাঁকি পড়েনি কোনোদিন। শেষে সিনেমার টানে চাকরি ছেড়ে দিলেন একদিন।

কলকাতা তাঁকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। রুদ্রনীল ঘোষ, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখন একটাই চাওয়া অরুণাভ খাসনবিশ-এর। কবে ওঁদের মতো হয়ে উঠতে পারবেন?--ভাস্কর বাগচী

২০০৭-এ কয়েকজন বন্ধু আর হ্যান্ডিক্যাম নিয়ে তিন মিনিটের শর্ট ফিল্ম বানান। যা অনলাইন শর্টফিল্ম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এতেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল অরুণাভ-র। ২০০৮-এ চলে গেলেন কলকাতায়।

সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগাযোগ হয় রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে। এটাই জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। অরুণাভ-র স্ক্রিপ্ট ভালো লাগে রুদ্রনীলের। ২০১০-এ তৈরি হয় 'ভালোবাসা অফ রুট'। একে একে পরিচিত হলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন বসু, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সহ পরিচালকের কাজ করলেন 'হাওয়া বদল', 'লড়াই'-এ। কিন্তু এতে মন ভরে?

মাঝের কিছুটা সময় বাদ দিয়ে তৈরি করলেন দ্বিতীয় ছবি 'বিসর্গ'। যেখানে আছেন দেবরঞ্জন নাগ, প্রসূন গাইন। আত্মবিশ্বাসী অরুণাভ জানিয়েছেন, 'একটা সময় কলকাতায় একা ছিলাম। রুদ্র, পরম, অঞ্জনদা, কৌশিকদার দৌলতে আজ সমৃদ্ধ। আমি কবে ওঁদের মতো হব? সেই স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছি।'

৪ জুন আসছে সল্লুর 'দশ কা দম'

বহু প্রতীক্ষিত গেম শো 'দশ কা দম' ফিরছে ছোটোপর্দায়। সোনি টিভির জনপ্রিয় এই শো-এর তৃতীয় সিজন শুরু হবে ৪ জুন থেকে। আগের দুই বারের মতো এইবারও সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলাবেন সুপারস্টার সলমন খান। এই শো-এর হাত ধরেই ছোটোপর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন বলি ভাইজান। পরে যুক্ত হন 'বিগ বস'-এর সঙ্গে। সল্লুর 'রেস থ্রি' মুক্তি পাবে ১৫ জুন। হইহই করে মুক্তি পেয়েছে ট্রেলর। সবমিলিয়ে এখন হেব্বি ব্যস্ত তিনি।

স্বস্তিকার সঙ্গিনী! কে তিনি?

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের একাধিক সঙ্গীর নাম সবার জানা। সঙ্গিনীর গল্প তো জানা নেই তেমন! জানবেন কী করে? স্বস্তিকা সবে মাত্র জানিয়েছেন সেই সঙ্গিনী থুড়ি বান্ধবীর নাম। তিনি পার্নো মিত্র। গতকাল টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি পার্নোর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'ঝগড়া, ব্রেকআপ ছাড়াই ৭ বছরের ননস্টপ বন্ধুত্ব! পার্নো আমার জীবনের সবচেয়ে দামি বন্ধু। বন্ধুত্বটা যেন টিকে থাকে আজীবন।' বন্ধুত্বের গল্প শেয়ার করে ফাঁকতালে আরও একটি কাজ সারলেন তিনি। চাইলে মেয়েদের মধ্যেও যে ভালো বন্ধুত্ব হতে পারে এবং সেটা সমকামিতা নয়--প্রমাণ করে একেবারে ঝামা ঘষে দিলেন শত্তুরের মুখে!

সঞ্জুর ছবি থেকে আউট সুরজ

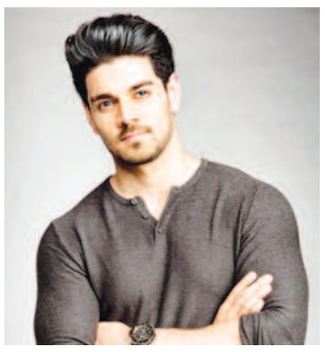

মাথায় হাত রেখেছিলেন সলমন খান। তাঁর প্রযোজিত 'হিরো' ছবির মাধ্যমে বলিউডে ডেবিউ হয়েছিল সুরজ পাঞ্চোলির। তবে আহামরি কিছুই করতে পারেননি তিনি। শোনা গিয়েছিল, স্ট্যানলি ডি'কোস্টা অভিনীত 'টাইম টু ডান্স' ছবিতে সঞ্জয় দত্তর ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুরজ। প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। তবে জানা গেছে, সেই ছবি থেকেও বাদ পড়েছেন আদিত্য-পুত্র। তাঁর অপেশাদার আচরণই সম্ভবত ছবি থেকে সরিয়ে দিল তাঁকে। বদলে ছবিতে কাকে সেই চরিত্রে দেখা যাবে, সেটাও অবশ্য এখনও জানা যায়নি। এই ছবির মাধ্যমেই বলিউডে ডেবিউ হওয়ার কথা ক্যাটরিনা কাইফের বোন ইসাবেলে কাইফের।

নজরে পাঁচ

1 শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে সলমন?

আমির খানের 'মহাভারত' ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করবেন সলমন খান। একটি ছবিতে রামের চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল তাঁর।

2 শ্রদ্ধা-প্রভাসের বিয়ে?

শ্রদ্ধা কাপুরের সঙ্গে সম্ভবত ছাদনাতলায় বসতে চলেছেন বাহুবলী প্রভাস। গুজব ছড়ালেও পাত্রপাত্রীর মুখে কিন্তু কুলুপ!

3 জ্যাকির ছবি

জ্যাকি শ্রফ অভিনীত 'লাইফ ইজ গুড' মুক্তি পাবে ১০ আগস্ট। ছবিটির পরিচালক অনন্ত নারায়ণ মহাদেবন।

4 ফিরছে নিখিল-জন জুটি

নতুন প্রোজেক্ট 'বটলা হাউস'-এর কাজে হাত দিচ্ছেন নিখিল আদবানি। ছবির নায়ক জন আব্রাহাম।

5 পিছিয়ে মুক্তি

পিছিয়ে গেল 'ভবেশ যোশি সুপারহিরো'র মুক্তির দিন। ১ জুন দেখা যাবে হর্ষবর্ধন অভিনীত ছবিটি।

মিস্টার ইন্ডিয়া টু-র পরিকল্পনা বাতিল

নার্গিসকে ছাড়া 'মাদার ইন্ডিয়া' ভাবা যায়? মধুবালাকে ছাড়া ভাবা যায় 'মুঘল-এ-আজম'? একেবারেই না। তেমনই শ্রীদেবীকে ছাড়া কোনোভাবেই ভাবা যায় না 'মিস্টার ইন্ডিয়া'। বহুদিন ধরেই 'মিস্টার ইন্ডিয়া টু'-এর পরিকল্পনা করছিলেন পরিচালক শেখর কাপুর এবং প্রযোজক বনি কাপুর। কথাবার্তাও এগিয়েছিল অনেকটাই। শুরুও হয়েছিল চিত্রনাট্য লেখার কাজ। তবে সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল শ্রীদেবীর অকাল প্রয়াণের জন্য। বনি কাপুর জানিয়েছেন, শ্রীকে ছাড়া এই ছবি ভাবাই যায় না। ফলে এই বিষয়ে আমরা আর চিন্তাভাবনা করছি না। ১৯৮৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'মিস্টার ইন্ডিয়া'। শ্রীদেবী ছাড়াও ছিলেন অনিল কাপুর, অমরিশ পুরী প্রমুখ।

রোনাল্ডোর পাশে অর্জুন

অভিনেতা অর্জুন কাপুরের ফুটবলপ্রীতির কথা বলিউডে অনেকেই জানেন। শুটিং-এর ফাঁকে সুযোগ পেলে প্রায়ই নেমে পড়েন বল নিয়ে। তবে অনেকেই জানতেন না, তিনি পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ফাটাফাটি ফ্যান!

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেছেন অর্জুন। সেই সেলফিতে রোনাল্ডোর পাশে হাসি মুখে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। কথায় কথায় রোনাল্ডোকে অর্জুন বলেছেন, আমাদের দেশে অসংখ্য ভক্ত রয়েছে আপনার। তাঁদের কথা ভেবে একবার ভারতে আসুন। রোনাল্ডো বলেছেন, জানি ভারতের ফুটবল উন্মাদনার কথা। অবশ্যই যাব আপনাদের দেশে।

ব্যোমকেশ গোত্র
গল্প, অভিনয়ের চমকে ভরা

ঠিক দুবছর পরে আবার ফিরছে ব্যোমকেশ, বড়োপর্দায়। একমুঠো চমক নিয়ে। অঞ্জন দত্ত নন, এবার থেকে 'ব্যোমকেশ' শুধুই অরিন্দম শীলের। পরিচালকের সঙ্গে বদল ঘটেছে ব্যোমকেশের সহকারী অজিতেরও। এতদিন অরিন্দম শীলের 'অজিত' ছিলেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। এই ছবিতে সেই চরিত্রে দেখা যাবে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

চমক আরও। এবারের গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। 'ব্যোমকেশ গোত্র' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'রক্তের দাগ'-এর ছায়ারূপ। ছবিতে 'ব্যোমকেশ' আবির চট্টোপাধ্যায়, 'সত্যবতী' সোহিনী সরকার কমন ফ্যাক্টর। এছাড়াও দেখা যাবে বৈশাখী মার্জিত, হর্ষ ছায়া, সৌরসেনী মৈত্র, ইন্দ্রাশিস রায়, অনিন্দিতা বসু এবং অরিন্দম শীলকে। ছবির নতুন আবিষ্কার বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়।

তিন নম্বর চমক, পরিচালনা ছেড়ে অঞ্জন হাত মিলিয়েছেন অরিন্দমের সঙ্গে। তাঁকে দেখা যাবে সত্যকামের বাবার ভূমিকায়। ছবিতে বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াংকা সরকার। রাহুলের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন? জানা নেই। তবে ব্যাপারটা অবশ্যই পজিটিভ। আর সত্যকামের ভূমিকায় অর্জুন চক্রবর্তী। যাঁকে এই প্রথম দেখা যাবে 'বড়োলোকের বয়ে যাওয়া ছেলে'র ভূমিকায়।

মুসৌরির বাসিন্দা ২৫ বছরের সত্যকাম কলকাতায় আসে ব্যোমকেশের কাছে। রহস্য ভেদের জন্য। তারপর? বলবে পর্দা। ছবিতে সুরের দায়িত্বে বিক্রম ঘোষ। শুট শুরু ৬ জুন থেকে। মুক্তি পুজোয়।

টিম তারাদের কথা উপালি মুখোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha